তারিখ: 19 MAY 2009 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

যায়যায়দিন

ঢাবিতে বিনা খরচে ইন্টারনেট পরিধি শিগগিরই বাড়ছে

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

তারবিহীন ইন্টারনেট প্রযুক্তি ওয়াই-ফাই এর হট স্পট স্থাপন করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি)। শিগগিরই আরো তিনটি অ্যান্টেনা বসানো হবে। ফলে এ বিনা খরচে ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধা ছড়িয়ে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, মল চত্বর, কার্জন হল, শামসুন্নাহার হলের আশপাশে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের (আইআইটি) তত্ত্বাবধানে ৩০ এপ্রিল পরীক্ষামূলকভাবে টিএসসিতে একটি অ্যান্টেনা বসানো হয়। প্রাথমিকভাবে টিএসসির সবুজ চত্বর, রাজু স্মৃতি ভাস্কর্য, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা ভাস্কর্য ও সড়কদ্বীপের একাংশে পাওয়া যাচ্ছে বিনা খরচে ইন্টারনেট সংযোগ। টিএসসি এলাকার ইন্টারনেটের গতি এখন প্রতি সেকেন্ডে ১০০ কিলোবাইট। আরো তিনটি অ্যান্টেনা বসানো হলে এর আওতা আরো বাড়বে।

শিক্ষাবিদদের অভিমত প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তথ্য প্রযুক্তিতে অনেক পিছিয়ে আছে। ফলস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় র‌্যাংকিংয়ে আস্তে আস্তে পিছিয়ে পড়ছে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এ পতন রোধে বিশ্ববিদ্যালয়সহ পুরো শিক্ষাঙ্গনে তথ্য প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা।

জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য প্রযুক্তি বিস্তারে মূল অন্তরায় সুলভ মূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ না থাকা। এসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো নীতিমালা ছাড়াই বিভিন্ন ইন্টারনেট প্রোভাইডার সেবা দিচ্ছে। বিনিময়ে তারা অনেক বেশি অর্থ দাবি করে। ফলে তথ্য প্রযুক্তি খুব বেশি বিস্তার লাভ করছে না পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষামূলকভাবে সীমিত পরিসরে ১০০ মিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে টিএসসিতে স্থাপন করেছে ওয়াই-ফাই প্রযুক্তি। বিনা খরচে ইন্টারনেট ব্যবহারে এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম হবেন বলে আশা করছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

প্রযুক্তি স্থাপন করায় যে কেউ ঢাবির ডিজিটাল লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারবে

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সার্ভার (আইআইটি নিয়ন্ত্রিত) ৩০ এমবিপিএস যা রাতের বেলা প্রায় পুরোটাই খালি পড়ে থাকে। যদি হলগুলোতে ওয়াই-ফাই সংযোগ দেয়া যায় তবে ছাত্রছাত্রীরা এটা ব্যবহার করে উপকৃত হবে। সে কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে দাবি উঠছে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে ওয়াই-ফাই আওতাধীনে নিয়ে আসার।

দক্ষিণের জানালা খুললে যেমন বিশুদ্ধ বাতাসের সঙ্গে সামান্য মাত্রায় ধুলোবালি আসার সম্ভাবনা যেমন থাকে তেমনি ওয়াই-ফাই প্রযুক্তি নিয়েও অল্প মাত্রার কিছু আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছেন দেশের প্রযুক্তিবিদরা।

দেশে এখনো সুনির্দিষ্টভাবে সাইবার ক্রাইম সংজ্ঞায়িত হয়নি। ফলে গড়ে ওঠেনি কোনো সাইবার ল'। এর সুযোগ নিয়ে সাইবার ক্রাইম করে পার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়াই-ফাইয়ের সুযোগ নিয়ে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় হুমকি প্রদর্শন করতে পারে যে কেউ। বিশেষত দেশে যখন জঙ্গিসহ নানা সন্ত্রাসী সংগঠনের থাবা বিস্তার করেছে।

সাধারণত এক কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে অন্য কম্পিউটার বা ল্যাপটপে কোনো মেইল বা হুমকিস্বরূপ অন্য কিছু পাঠালে কম্পিউটার ফরেনসিক ডিভিশন তা সহজেই শনাক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা সার্ভারের আইডি-ডোমেইন নেম সিস্টেম (ডিএনএস) ও কম্পিউটার বা ল্যাপটপের আইডি-ম্যাক নাম্বার বের করার মাধ্যমে অপরাধীকে শনাক্ত করে। কিন্তু কেউ যদি ওয়াই-ফাই এলাকা থেকে এ ধরনের নিরাপত্তা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ ব্যবহার করে তবে কম্পিউটার ফরেনসিক ডিভিশনের পক্ষে অপরাধী শনাক্ত করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। কেবল দায় বর্তাবে সংশ্লিষ্ট সার্ভারের ওপর। অর্থাৎ টিএসসিতে বসে কেউ যদি দেশ-বিদেশের প্রথিতযশা কাউকে যদি হুমকি দিয়ে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ফেলে দেয় তবে তার দায় বর্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপর। আসল অপরাধী পার পেয়ে যেতে পারে।

তবে টিএসসিতে ওয়াই-ফাই প্রযুক্তি স্থাপন করায় যে কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজিটাল লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারবে। জানা যায়, ঢাবি ডিজিটাল লাইব্রেরিতে ২০ হাজার জার্নাল রয়েছে।